

ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়



শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি হাফি.
মুফতি মুনির আহমাদ হাফি.

ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

মূল

মুফতি মুনির আহমাদ হাফি.

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি হাফি.

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক



সূচীপত্র

সকল ফিতনা থেকে বাঁচার আমল	০৮
ইলমি ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য হেদায়েতের উপকরণ ও গোমরাহির উপকরণ.....	১৭
আমলি ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য আমল	১৯
ইখতিলাফ থেকে বাঁচার আমল	২১
স্বাচ্ছন্দ্য এবং বরকতের ফিতনা থেকে রক্ষার আমল	৩৫
বিপর্যয় ও দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষার কিছু আমল	৩৬
দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষার আমল	৩৭
ফিতনার যুগের চারটি আলামত.....	৪১
ফিতনার প্রকার	৪৩
পথভ্রষ্ট নেতা চেনার আলামত	৪৯

সকল ফিতনা থেকে বাঁচার আমল

১. ফিতনা সম্পর্কে প্রথমে নিজে জানা এবং অন্যকে অবগত করা।

ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার বড় একটি মাধ্যম হলো ফিতনা সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ মানুষের জন্য কোন কোন জিনিস ফিতনার কারণ হয় এবং কারা দ্রুত এই ফাঁদে পা দেয়। কেননা যে ব্যক্তি বিপদ সম্পর্কে অবহিত থাকে তার জন্য বিপদ থেকে বেঁচে থাকাটা সহজ।

কতিপয় সাহাবায়ে কেলাম রা. বিশেষভাবে হজরত হুজাইফা রা. রাসুলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করে করে ফিতনা সম্পর্কে এ-জন্য অবগত হয়েছেন, যেন ফিতনা থেকে সহজেই বেঁচে থাকতে পারেন।

হজরত হুজাইফা রা. বলেন—

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ
يُدْرِكَنِي

লোকেরা রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম এই ভয়ে—যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই।^১

২. নিজের কলবের ওপর মেহনত করা।

ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য জরুরি হলো, নিজের কলবের ওপর মেহনত করে নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে মজবুত করা। দাওয়াত ও

^১ সহিহ মুসলিম : ১৮৪৭

ইলমি ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য হেদায়েতের উপকরণ ও গোমরাহির উপকরণ

ইলমি, চিন্তাধারা, সন্দেহ ও ভ্রষ্টতার ফিতনা, যার শেষ পরিণতি বেদআত, নিফাক ও কুফরে নিমজ্জিত হওয়া—তা থেকে রক্ষা পেতে নিম্নোক্ত আমলসমূহ করুন—

প্রথম আমল : নিজের মধ্যে হেদায়েতের প্রকৃত তলব সৃষ্টি করা।

হেদায়েতের উপকরণ নিম্নে দেওয়া হলো—

ক. তাকওয়া : খোদাভীতি অবলম্বন করা।

খ. শক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহার : হক ও হাকিকত লাভের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি (চোখ, কান, দিল ও দিমাগ)-কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

গ. চিন্তাভাবনা : গভীর চিন্তাভাবনা ও যাচাই-বাছাই করে কাজ করা।

ঘ. কুরআন ও সুন্নাহর অনুকরণ : কুরআন ও সুন্নাহ শেখার ক্ষেত্রে সালাফে সালিহিন (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত)-এর ব্যাখ্যা শেখা (এবং শেখার যে সহিহ পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতি অনুযায়ী শেখা) এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এগুলোই নিজের দাসতুরুল আমল তথা কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং এরই দাওয়াত দেওয়া।

ঙ. হেদায়েতের জন্য দুআ করা : হক ও সত্যকে পাওয়ার জন্য পাবন্দির সাথে দুআ করতে থাকা। যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ হয় এবং সঠিক দিকটা বুঝে না আসে, তাহলে বেশি বেশি ইস্তেখারা করে আল্লাহর থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়া।

দ্বিতীয় আমল : হেদায়েতের প্রতিবন্ধকতা (ভ্রষ্টতার উপকরণ থেকে বেঁচে থাকা)।

সব সময় প্রতিটা ইচ্ছা পূরণের দুর্বিপাকে যোরাফেরা না করা।^{১৬}

কেননা যখন কেউ প্রতিটি বৈধ চাহিদার পিছু ছুটতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে তার ভিতর থেকে খাহেশাতকে দমন করার শক্তি হারিয়ে যেতে থাকে।

আর সমস্ত খাহেশাত তো বৈধ নয়; বরং অনেক খাহেশাত হারাম। এখন এমন ব্যক্তির (যে প্রতিটি বৈধ চাহিদা পূরণ করে এবং নিজের নফসকে বাধা দেয় না) অন্তরে যখন অবৈধ কোনো চাহিদা জাগ্রত হবে, তখন তার নফসকে অবৈধ চাহিদা থেকে বিরত রাখাটা কষ্টকর হয়ে যাবে।

তারপর সমস্ত খাহেশাত হারাম দ্বারা পূর্ণ হয় না; বরং কখনো কুফরের ঘন কালো অন্ধকার পথে হারাতে হয়।

এভাবে তার ঈমান নামক নিভু নিভু প্রদীপ এক নিমিষেই অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।

চতুর্থ আমল : মানুলাতে মোজাহাদা করা।

মোজাহাদার মাধ্যমে নফসকে কন্ট্রোল করা। যেমন জিকির, তেলাওয়াত, নাওয়াফিল, বিশেষ করে তাহাজ্জুদ ও নফল রোজার মাধ্যমে কোনো অনুসৃত সুন্নাহকে নিজের মামুল বানিয়ে নেওয়া এবং পাবন্দির সাথে তা পালন করা আর এ মোজাহাদার সময় যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তা বিনা দ্বিধায় সহ্য করা।

^{১৬} হাম সে আহদ লিয়া গিয়া : ২৭৪

দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষার আমল

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে নিম্নোক্ত আমলসমূহ করুন—

ক. সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করা এবং তেলাওয়াত করা।

নবি করিম সা. বলেছেন,

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ

যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।^{৯৯}

খ. সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা এবং তেলাওয়াত করা।

حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ

যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।

গ. সম্পূর্ণ সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أَنْزَلْتُمْ ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَالَ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ .

যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবেই তেলাওয়াত করে, তারপর সে যদি দাজ্জালকে পায় তাহলে দাজ্জাল তার ওপর চড়াও হতে পারবে না অথবা দাজ্জাল ওই ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।^{১০০}

^{৯৯} সহিহ মুসলিম : ৪০৯, মুসনাদে আহমাদ : ২১৮১২

আমাদের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

১	বেলা শেষে পাখি	সাগর ইসলাম
২	বাংলা বানানরীতি	জাফর সাদিক
৩	আত্মার ব্যাধি গীবত	ওবায়দুল ইসলাম সাগর
৪	মুমিনের চরিত্র	উস্তায আবু উসামা
৫	ইহুদিবাদের মুখ ও মুখোশ	আবদুল আজিজ মোস্তফা কামিল
৬	ফ্যান্টাস্টিক হামজা	এমডি আলী
৭	আমিরুল মুমিনিন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবী
৮	উলামায়ে কেরামের সমালোচনার নেপথ্যে	ড. নাসের ইবনে সুলাইমান
৯	বস্তবাদের মুখোশ উন্মোচন	তাফাজ্জুল হক
১০	যে কারণে ঈমান দুর্বল হয়	সাগর ইসলাম
১১	ঈমান বৃদ্ধির উপায়	সাগর ইসলাম
১২	দৈনন্দিনজীবনে ২৪ ঘণ্টার সুন্নাহ ও মাসায়েল	আমিন আশরাফ
১৩	সুখের খোঁজে	দীপ্তিময়ী টিম
১৪	আত্মার খোরাক	ফাহিম মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ
১৫	ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়	মুফতি মুনির আহমাদ হাফি. ও শাইখুল ইসলাম আল্লাম তাকি উসমানি হাফি.